ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স- ১৯৩০

আগরতলা, ২৪ জুলাই, ২০২৫

রাজ্য সরকার নাগরিকদের মৌলিক পরিষেবা প্রদান এবং তাদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে অঙ্গীকারবদ্ধ ঃ মুখ্যমন্ত্রী

রাজ্য সরকার নাগরিকদের মৌলিক পরিষেবা প্রদান এবং তাদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে অঙ্গীকারবদ্ধ। সেই ক্ষেত্রে 'সিএম হেল্পলাইন নম্বর- ১৯০৫' যেকোন জরুরি প্রয়োজনে মানুষের সঙ্গে সরকারের সেতুবন্ধন তৈরির কাজ করে চলছে। আজ সচিবালয়ের ২নং কনফারেন্স হলে সিএম হেল্পলাইন নম্বর- ১৯০৫ সহ বিভিন্ন দপ্তরের হেল্পলাইন পোর্টাল বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা একথা বলেন।

সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সিএম হেল্পলাইন নম্বর- ১৯০৫ সহ বিভিন্ন দপ্তরের চালু হেল্পলাইন নম্বরগুলি মানুষ যাতে প্রয়োজনে ব্যবহার করে এর জন্য আরও বেশি করে সচেতনতার প্রয়োজন রয়েছে। এইজন্য বিদ্যালয়, কলেজসহ বিভিন্ন শিবিরের মাধ্যমে এই হেল্পলাইনগুলির উপযোগিতা সম্পর্কে আরও বেশি করে সাধারণ মানুষের নজরে নিয়ে আসা প্রয়োজন। তবেই মানুষ আরও বেশি বেশি করে উপকৃত হতে পারবে। মুখ্যমন্ত্রী সবগুলি দপ্তরকে এই ক্ষেত্রে সমন্বয় রেখে কাজ করার পরামর্শ দেন। আরও বেশি করে দ্রুত সমস্যা কিভাবে সমাধান করা যায় সেই বিষয়ে উদ্যোগী হওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের জোর দিতে নির্দেশ দেন। সভায় মুখ্যমন্ত্রী সিএম হেল্পলাইন নাম্বার ১৯০৫ সহ বিভিন্ন দপ্তরের হেল্পলাইন নাম্বারগুলির বিষয়ে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন এবং সমস্যা সমাধানে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে অবগত হন।

সভায় মুখ্যসচিব জে. কে. সিনহা বলেন, 'সিএম হেল্পলাইন নম্বর ১৯০৫' সহ বিভিন্ন দপ্তরের হেল্পলাইনগুলি বিপদের সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকেও রাজ্যর সিএম হেল্পলাইন নম্বর ১৯০৫ এর কার্যকলাপ প্রশংসা কুঁড়িয়েছে। মুখ্যসচিব এই সব হেল্পলাইনগুলির নিয়মিত মনিটরিং এর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

সভার শুরুতে সুশাসন দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে 'সিএম হেল্পলাইন নম্বর ১৯০৫'-এর বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সচিত্র প্রতিবেদনের মাধ্যমে তুলে ধরেন। এছাড়াও পুলিশের মহানির্দেশক অনুরাগ রাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ৫টি হেল্পলাইন নম্বরের বিস্তারিত তথ্য সভায় তুলে ধরেন। এছাড়া সভায় অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা, বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের অনলাইন পরিষেবা, চাইল্ড লাইন, প্রবীণ নাগরিকদের জন্য হেল্পলাইন ইত্যাদির বিষয়েও বিস্তারিত তথ্য সচিত্র প্রতিবেদনের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়।

******